শুক্রবার আবারো ফতোয়ার মজলিস বসবে সুনামগঞ্জে

সিলেট ব্যুরো

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের ফতোয়াবাজরা আগামী শুক্রবার আবারো বিচারের মজলিস বসাবে। এতে সৈয়দপুর ক্যাবল প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবসায়ীদের সেখানে উপস্থিত থেকে তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সৈয়দপুর বাজারে তাদের অফিস ও ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হান কাওসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। গত শুক্রবারের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, তার কাছে তথ্য আছে কলেজ অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদ ধর্ম এবং নবীর বিরুদ্ধে কথা বলায় স্থানীয় গ্রামবাসী তাকে তওবা করিয়েছে। গত শুক্রবার স্থানীয় আলেমদের সংগঠন 'তাহরিকুল উলামা'র নেতারা মজলিস বসিয়ে সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদকে তওবা করিয়ে কলমা পড়িয়ে নতুন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। এর আগের রাতে অধ্যক্ষ আহমদ স্থানীয় বাজারে কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্য গ্রামে ক্যাবল সংযোগ প্রদান করতে আলেম-ওলামাদের নিষেধাজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য দেন। এতে ফতোয়াবাজরা তাকে ধর্মদ্রোহী, মুরতাদ ঘোষণা করে তওবার মাধ্যমে নতুন করে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দেয়। নতুবা তাকে সমাজচ্যুত করার হুমকি দেওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজনের চাপে অধ্যক্ষ আহমদ সৈয়দপুর জামে মসজিদে গিয়ে তওবার মাধ্যমে কলিমা পড়ে নতুন করে মুসলমান হতে বাধ্য হন। সমকালসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে চাঞ্চল্যকর খবরটি প্রকাশ পেলে ফতোয়াবাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষ আহমদকে কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্নমুখী চাপ দিতে থাকে। একইসঙ্গে তারা মাথা মুড়িয়ে ৪০ দিনের চিল্লায় যাওয়ারও নির্দেশ দেয়। এ ব্যাপারে তাহরিকুল ওলামা নেতা সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সৈয়দ রেজওয়ান আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে সমকাল প্রতিবেদককে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য দুটি মোবাইল ফোন নম্বর থেকে এ প্রতিবেদককে প্রথমে হাত কর্তন ও পরে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। স্থানীয় আলেম-ওলামাদের সংগঠন 'তাহরিকুল ওলামা' ইসলামের নামে প্রায় এক যুগ ধরে সৈয়দপুর গ্রামের ৪০ হাজার অধিবাসীকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। তাহরিকুল ওলামার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রামের কেউই ভয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন না। তাদের নির্দেশের কারণেই এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাধীনতা, বিজয় দিবসসহ কোনো জাতীয় দিবসেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। কোনো বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা গান-বাজনা হয় না। বিয়ে উপলক্ষে তোরণ নির্মাণ, মাইক বাজানো, আলোকসজ্জা এবং গায়েহলুদ অনুষ্ঠানও করা যায় না। গ্রামের যারা তাদের শাসন মানতে চান না, তারা অন্যত্র গিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাহরিকের নির্দেশে গ্রামের ছোট-ছোট মেয়েরা পর্যন্ত বোরখা পরে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়।